দৈনিক ইনকিলাব

21

তারিখ ... SEP. 14 1999

পৃষ্ঠা 4 কলাম 1

আগামী শতক ঃ এশিয়ায় কম্পিউটারে শিক্ষাদান

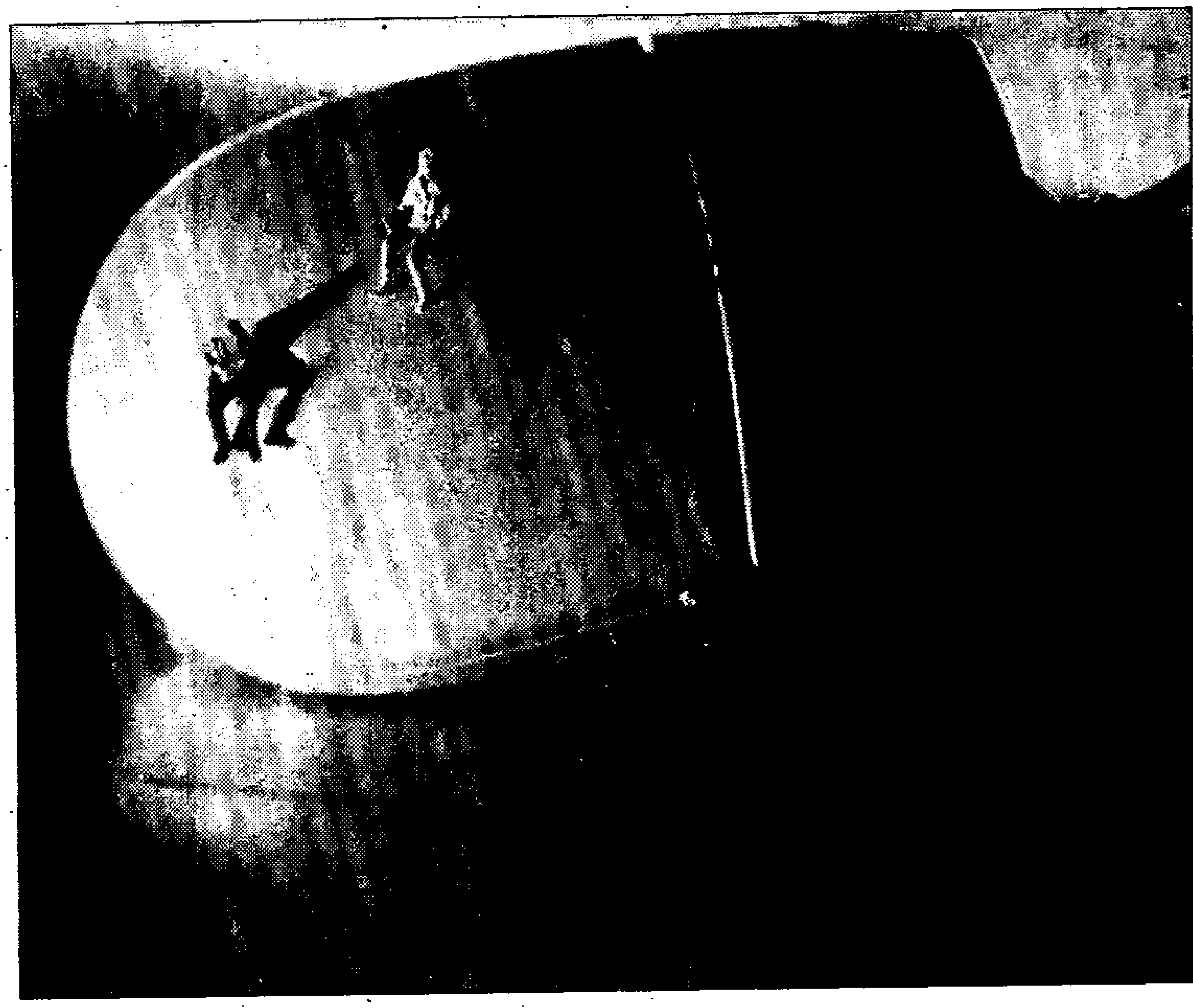

এশিয়া উইক ঃ আমার বাড়ীর কাজের খাতাপত্র কুকুর খেয়ে ফেলেছে। দুঃখিত! এ কারণে বাড়ীর কাজ সম্পন্ন করা যায়নি। ক্লাসে শিক্ষকের প্রশ্নের উত্তরে অপারগ ছাত্র যখন একথা বলে তখন কি আর কিছু করার আছে। তবে আগামী শতকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের এ ধরনের অজুহাত আর খাটছে না। আগামী শতকে নোটবুক কম্পিউটারের ব্যবহার যখন বেড়ে যাবে তখন গোটা দৃশ্যপটই বদলে যাবে। অবশ্য কম্পিউটার সর্বত্র ব্যবহারের ফলে তখন নতুন অজুহাত সৃষ্টির পরিবেশও সৃষ্টি হবে। অপরাপর ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে তখন এই অনুযোগ শোনা যবে যে, আমার কম্পিউটার ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে। ভাইরাস আমার বাড়ীর কাজ খেয়ে ফেলেছে।

এশিয়ায় শ্রেণীকক্ষে কম্পিউটারের ব্যবহার আগামী শতকে এমনভাবে বিস্তৃত হবে যে, শিক্ষাদানের প্রচলিত সকল ধারণা ও ব্যবস্থাই পাল্টে যাবে। অর্থনৈতিক সংকট পরবর্তী ও আগামী শতক শুরুর প্রাক্কালে এখনই এশিয়ায় শিশুদের থেকে শুরু করে জুনিয়র স্কুল পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীদের কম্পিউটার প্রযুক্তিতে শিক্ষাদানের জোর প্রস্তুতি চলছে এবং কতক ক্ষেত্রে তা চালুও করা হয়েছে। বলা যায়, এশিয়ার দেশগুলো বর্তমানে ইন্টারনেট বিপ্লবের দ্বারপ্রান্তে অবস্থান করছে। শিক্ষাদানের সকল পর্যায়ে কম্পিউটারের ব্যবহার নিয়ে চলছে জোর বিতর্ক। কম্পিউটারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কারোই কোন ভিন্নমত নেই। এমনকি প্রচলিত ধারণা বজায় রাখার পক্ষের লোকাজনও বলছেন যে, বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা শিশুদের আগামী শতকের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে পারবে না। নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা জরুরী।

আগামী শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় যোগ্য নাগরিক হিসেবে আজকের শিশুদের গড়ে তোলার উপায় নিয়ে এশিয়া জুড়ে চলছে ব্যাপক চিন্তা-ভাবনা। আজকের শিশুদের মানসিক গঠনে কম্পিউটারের ভূমিকার উপর গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যেভাবে প্রসার ঘটছে তার সঙ্গে আজকের শিশুদের খাপ খাওয়ানোর উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। পর্যবেক্ষকদের মতে, এশিয়ায় অর্থনৈতিক উল্লম্ফনের যে কর্মকাণ্ড চলছে তার অগ্রগতি নির্ভর করছে আজকের শিশুদের সঠিক শিক্ষাদানের উপরই।

এশিয়ায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি শিক্ষা ব্যবস্থায়ও অগ্রগতির বিপুল সম্ভাবনা ও আশাবাদ রয়েছে। এশিয়ায় চিরাচরিতভাবেই অভিভাকরা তাদের সন্তানের লেখাপড়া ও ভবিষ্যত সম্পর্কে বেশী উদ্বিগ্ন ও সচেষ্ট। এটাও বলার অপেক্ষা রাখে না। বিশেষজ্ঞদের মতে, শ্রেণীকক্ষে পাঠদান, দিকনির্দেশনা প্রতিটি ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটবে এবং অনেক ক্ষেত্রে শ্রেণীকক্ষের ভূমিকা গৌণ হয়ে উঠবে। এই অবস্থায় ভাল বিদ্যালয় শিক্ষাদানে আরো বেশী আকর্ষণীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে— এই ধারণা অভিভাবকদের মধ্যে বদ্ধমূল। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, কম্পিউটার ব্যবহারের ক্ষেত্রে গোটা এশিয়ায়ই যে সার্বিক বিপ্লব শুরু হবে সেক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ও

পড়বে। ছোট ছোট শিশুদের আর বইয়ের বোঝা বহন করতে হবে না। শ্রেণীকক্ষে কম্পিউটার ব্যবহারের মাধ্যমে তারা শিক্ষালাভ করবে। ঘরে ও বাড়ীর কাজ তারা কম্পিউটারের মাধ্যমেই সম্পাদন করবে। শ্রেণীকক্ষের চিরাচরিত দৃশ্য যেখানে ছাত্রছাত্রীদের সামনে দাঁড়িয়ে শিক্ষকদের লেকচার প্রদান, চক-ডাস্টারের ব্যবহার সবই অতীতের বিষয়বস্তু হয়ে উঠবে।

কম্পিউটার প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে শিক্ষাদান আর শ্রেণীকক্ষে আবদ্ধ থাকবে না,

প্রসার ঘটবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, কম্পিউটারের ব্যবহারের ফলে আগামী শতকে এশিয়ায় ইংরেজী ভাষা শিক্ষাদানের প্রধান বাহন হয়ে উঠবে। ইংরেজী যেহেতু এখনো কম্পিউটার প্রযুক্তির প্রধান ভাষা সে কারণে গোটা এশিয়াই ইংরেজীর ব্যবহার বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। সেজন্য এশিয়ায় ইংরেজী ভাষায় দক্ষ লোকজনের কদর বাড়বে। ছোটবেলা থেকেই যেহেতু ছাত্রছাত্রীদের কম্পিউটার প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিত করার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে সে কারণে এশিয়ার দেশগুলোতে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকেই ইংরেজী ভাষার ওপরও জোর দেয়া হচ্ছে।

আসছে নতুন সহস্রাব্দ ঃ শেষ হয়ে আসছে বিংশ শতাব্দী ঃ একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে আমরা

বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলো অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। পর্যায়ক্রমে সরকারী অর্থে পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা হ্রাস পাবে।

ইতোমধ্যে এশিয়ার বিভিন্ন দেশে খুব অল্প বয়সেই শিশুদের কম্পিউটার প্রযুক্তির সঙ্গে

এমনকি তা দেশের সীমান্তের মধ্যেও আবদ্ধ থাকবে না। ছড়িয়ে পড়বে সর্বত্র। শিক্ষালাভের বিপুল সুযোগ সৃষ্টি হবে। একজন শিক্ষার্থী তার প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কে তার শিক্ষকের বাইরে অন্যের কাছ থেকে এমনকি অন্য দেশের কোন শিক্ষা

এশিয়া জুড়ে বিদ্যালয়ে কম্পিউটার প্রযুক্তি নিয়ে এই যে মাতামাতি তার বিপক্ষেও মত রয়েছে। অনেকে এমনও বলছেন যে, ছাত্রছাত্রীরা অতিরিক্ত কম্পিউটার প্রযুক্তিনির্ভর হয়ে উঠলে তাদের যথাযথ শারীরিক ও মানসিক বিকাশ নাও ঘটতে পারে। তাদের চিন্তা-ভাবনা কম্পিউটার প্রোগ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়তে পারে। এতে করে স্বাধীনভাবে চিন্তা-ভাবনার স্বতঃস্ফূর্ততার ব্যাঘাত ঘটতে পারে। অতিরিক্ত প্রযুক্তি নির্ভরতার কারণে মানুষ যন্ত্র হয়ে উঠতে